দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 8

যে কথা কেউ বলে না

বায়েজিদ পাপ্পানা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া বিরাট একটা সমস্যা। যার কোনো সমাধান আপাতত নেই। শিক্ষার মান নিচে নেমে যাওয়া বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতেই পারে। এর চেয়েও আরো অনেক বড় সমস্যা আছে। যেটা হয়তোবা সবসময় অপ্রকাশিতই থেকে যায়। বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিম্নমানের গার্ড (এই শব্দটির বাংলা লিখতে পারলাম না!) দেওয়া হয়। খুব কম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আদর্শ গার্ড দেওয়া হয়। বিষয়টি খুব সিরিয়াস। ধরা যাক এক পরীক্ষার হলে সর্বোচ্চ চার বা পাঁচ জন ভালো ছাত্র আছে। তারা বাকি সবাইকে এ প্লাস পেতে সাহায্য করছে। এর মানে বাকিরা যারা এ প্লাস পাচ্ছে তাদের এ প্লাস পাওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই। যে ছেলে নবম, দশম, প্রাক নির্বাচনী, নির্বাচনী কোনো পরীক্ষাতেই কোনো বিষয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশের বেশি তুলতে পারেনি সেই ছেলে পাবলিক পরীক্ষায় গিয়ে কীভাবে গোল্ডেন এ প্লাস পায়! পাশের জনেরটা দেখেই পায়। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে—কোনো ছেলে কখনোই বলবে না যে আমি পাশের জনেরটা দেখে লিখে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি। তাই এভাবেই অনেক বড় ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে এবং অপ্রকাশিত থাকছে। তাই পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের কোনো গুরুত্বই আমি দেখি না। যেসব ভালো স্কুল, কলেজ ভালো ফলাফল করে তাদের সব ছাত্রই ভালো নয়। আর যেগুলো মোটামুটি বা সাধারণ মানের স্কুল, কলেজ সেগুলোতে ভালো স্কুল-কলেজের তুলনায় ভালো ছাত্র কম। আবার যে ছেলে স্কুল বা কলেজ জীবনে সবসময় ভালো ফলাফল করে আসছে বোর্ড পরীক্ষায় গিয়ে দেখা যায় ঐ ছেলে এ প্লাসই পায় না। এর কারণ কী! কোনো ব্যাখ্যা নেই। কারণ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন তুলনামূলক সহজ হয়। বাংলাদেশে শিক্ষার মান কমেনি। কারণ প্রতিটি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন খুবই ভালো মানের হয় (জেএসসি বাদে)। যদি প্রতিটি পরীক্ষার কক্ষে আদর্শ গার্ড দেওয়া হয়, যদি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা খাতা দেখার ব্যাপারে আরো সচেতন হন, যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যায় তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষা অবস্থার খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। অবশ্যই সৃজনশীল পাঠ্যক্রমকে সৃজনশীলই রাখতে হবে। সেটা কোনোভাবেই গাইডনির্ভর বা শিক্ষকনির্ভর করা যাবে না।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি